খুলেছে মুজিবনগর, বাড়ছে পর্যটক

করোনা ভাইরাসের কারণে বন্ধ থাকার দীর্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে আবারো মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ ৫ মাস ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় মুজিবনগর কমপ্লেক্স যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছিলো। তবে উন্মক্ত করার পর পরি মুজিবনগর আবারো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বাড়তে শুরু করেছে পর্যটক।

প্রতিদিনিই কমবেশি করে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে দর্শনার্থীরা। মুজিবনগর কমপ্লেক্স এর ভিতরে তৈরি হয়েছে একটি মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

তবে সকল দর্শনার্থীরা শতভাগ মাস্ক পরিধাণ করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ ঢুকছে বলে নিশ্চিত করেছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

কয়েকদিন মুজিবনগরে ঘুরে দেখা যায়, ধীরে ধীরে পর্যটকের সংখ্যা বারতেই চলেছে। দীর্ঘদিন ঘরে বন্দি থাকার পর মেহেরপুর সহ চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়া থেকে ঘুরতে আসছে দর্শনার্থীরা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে আসা রাকিবুল ইসলাম জানান, করোনা ভাইরাসের কারনে দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বন্দি থেকে পরিবারের সকলের এক ধরনের বোরিং লাগছিলো। তাই পরিবারের সদস্যদের কিছুটা আনন্দ দেয়ার জন্য সকলকে নিয়ে মুজিবনগরে ঘুরতে এসেছি। অনেকদিন পর বাইরে বেড়াতে পেরে সকলেই খুব খুশি হয়েছে।

স্কুল শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম জানান, অনেকদিন পর বন্ধুদের নিয়ে আজ মুজিবনগরে ঘুরতে আসলাম। দীর্ঘদিন পর এমন একটি মনোরম পরিবেশে ঘুরতে পেরে অনেকটাই ভালো লাগছে।

মুজিবনগর পর্যটক কেন্দ্রে খেলনা ব্যবসায়ী মহিদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন করোনা ভাইরাসের কারনে মুজিবনগর বন্ধ থাকায় পর্যটক একদমই আসেনি। এতে করে আমাদের ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়েছে। মুজিবনগর কমপ্লেক্স খুলে দেয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যটক আসতে শুরু করেছে। আমরাও অনেক দিন পর একটু টানা নিশ্বাস ফেলতে পেরেছি।

মুজিবনগর অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টু জানান, পর্যটক কেন্দ্রে দর্শনার্থীরা না আসলে মানায় না। দীর্ঘদিন মুজিবনগর কমপ্লেক্স বন্ধ হয়ে থাকায় পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে গিয়ে

ছিলো। ব্যবসায়ীরা একেবারে মুখ থুবরে পরে ছিলো। নতুন করে পুনরায় মুজিবনগর চালু করে দেওয়ায় আস্তে আস্তে পর্যটক আসতে শুরু করেছে। এখন মুজিবনগর কমপ্লেক্সের দৃশ্য অনেক ভালো লাগছে। তাছাড়া মুজিবনগর চালু করার সাথে সাথে অনন্যা পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান, মুজিবনগর স্বাধীনতার তীর্থভূমি। এখানে পর্যটক আসলে স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। সব সময় এখানে পর্যটক ভরপুর থাকতো। তবে দীর্ঘদিন করোনার কারনে মুজিবনগর কমপ্লেক্সে প্রবেশ বন্ধ করায় পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে গিছিলো।

নতুন করে পুনরায় প্রবেশ চালু করে দেওয়ায় আস্তে আস্তে আবারো পর্যটক আসা শুরু করে দিয়েছে। তবে সকলকে মাস্ক পরিধান করে, স্বাস্থবিধি মেনে মুজিবনগরে প্রবেশের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ঘরে বন্দি থাকার পর বেড়াতে আসতে পেরে দর্শনার্থীরা একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

তাছাড়া ধীরে ধীরে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ দর্শনার্থীদের ভীড় জমতে শুরু হয়েছে। এখন মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতর দর্শনার্থীদের আগমনে পরিবেশটা বেশ মুখর হয়ে উঠেছে।

উল্যেক্ষ্য, ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ মুজিবনগর কমপ্লেক্সে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশ পুরোপুরি ভাবে নিশেধাজ্ঞা ঘোষনা করা হয়েছিলো।
তারপর থেকে মুজিবনগরের ভিতরে কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ৫ মাস পর আবারো সেটা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন ৫ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৫ জনই গাংনী উপজেলার। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮৬ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৫ টি রিপোটের মধ্যে ৫ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮০৭ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪৫ (সদর-১২, গাংনী- ২৬ মুজিবনগর- ০৭) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮১ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৩, মুজিবনগর- ৪৭) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪২ জনকে।

গাংনীর ইকোপার্কে কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মেহেরপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত স্থান ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকি উপল্ক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপি মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপন করতে সক্ষম হয়েছি। এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মর্শেদ অতুল, গংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

এসময় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য বলেন, গাছ লাগান পরিবেশ বাচান গাছ যেমন পরিবেশের ভারষম্য রক্ষা করেন তেমনি আরো বিভিন্ন ধরনের কাজে আসবাব পত্রের কাজে লেগে থাকে সেই লক্ষ্যে মুজিব শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনটি করে গাছ আমরা সকলে লাগাবো। সেই সাথে আমি কাথুলী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জন্ম শতবার্ষীকি উপলক্ষ্যে ১৮০০ চারা উপহার হিসেবে দিলাম।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আরো অনেকে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের পথে ডিজিটাল বাংলাদেশ

“চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে বলে মতামত প্রকাশ করেন আলোচকরা।

গতকাল শুক্রবার রাতে অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, ডাক ও

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।

তিনি বলেন, আইসিটি ক্যাডারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং কম্পিউটার পেশাজীবীদের জন্য পৃথক ক্যাডার খোলার ব্যাপারে তিনি সর্বদা তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবেন।

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি হলো বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদদের একটি প্রাচীনতম সংগঠন যার সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ ছাদেকুল আরেফিন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবংমাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন ভবিষতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি উপদেষ্টার কাছে তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নানামুখী সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এছাড়াও মূল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর দেবনাথ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন।

অনান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ নাসিম আখতার এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ শামসুল আরেফিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, কাউন্সিলর মোঃ জারাফাত ইসলাম। ভার্চুয়াল সেমিনারে জুমের মাধ্যমে শতাধিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য চাই বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

‘সাবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য চাই’ এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে মেহেরপুরের আপঝুপিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক মতবিনিময় সভা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে আমঝুপি মউকের হলরুমে এই সবা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ খাদ্য অধিকার মেহেরপুর জেলা কমিটি ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের যৌথ উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা কমিটির সদস্য মোঃ আব্দুর রকিব এর সভাপতিত্বে সভায় দরিদ্র মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির উপর কোভিড ১৯ এর প্রভাব শির্ষক জরিপের ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় উন্মেুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সমাজ সেবক আক্তার হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য শহিদুল্লাহ। সভায় মেহেরপুর জেলার বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিষয়ে বিষধ আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মউকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ আলোমগীর হোসেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরুণদের হাতেই- এমপি খোকন

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরুণদের হাতেই। তরুণের হাতে সমাজের ভালো কাজগুলো হয়। বললেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটির ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কথাগুলো বলেন তিনি।

শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মামুন অর রশীদ বিজনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২ জন, মুজিবনগরে ১জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮১ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৪ টি রিপোটের মধ্যে ৩ টি পজিটিভ। এ

পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭৮২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৬০ (সদর-২৩, গাংনী- ২৬ , মুজিবনগর – ১১) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৬৩ (সদর-২৫২, গাংনী -১৬৮, মুজিবনগর- ৪৩) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪০ জনকে।

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান খোকন।

এ সময় উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র অন্যতম নেতা সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম লাল, সিনিয়র নেতা শফিকুল আলম লিটন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিজানুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান রানা, মামুনুর রশিদ, মেহেদী হাসান, তরিকুল ইসলাম, শাহিন, ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, রিমন হোসেন, মাহমুদ হাসান কবির, আক্তারুজ্জামান সহ অত্র ইউনিয়নের সকল নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সুসংগঠিত করার লক্ষে সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা চেয়ারম্যানের সভা বর্জন করল অন্যান্য সদস্যরা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি’র সেচ্চাচারিতা ও একক আদিপত্ত বিস্তারের প্রতিবাদে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা বর্জন করেছে উপজেলা পরিষদের ২ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৯ জন জনপ্রতিনিধি।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা থেকে ২জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত ২জন মহিলা সদস্যরা একমত পোষণ করে এই সভা বর্জন করেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় যথারীতি উপজেলা পরিষদের হল রুমে মাসিক সভা শুরু হয়। সভা চলাকালিন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেসেচ্চাচারিতা ও একক আদিপত্ত বিস্তারের বিষয়টি তুলে ধরেন। পরিষদ সদস্যরা দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বিষয়টি তুলে ধরলে উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি’র সাথে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বাক-বিতন্ডা হয়। এতে ৯জন জনপ্রতিনিধি উপস্থিত স্বাক্ষর না করে সভা বর্জন করে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসেন।

এরা হচ্ছেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকী, সাবদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলি নাসির, এলাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দীন বিশ্বাস, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নাছরিন বেগম ও সুচিত্রা মালাকার।

সভা বর্জন করে ওই সকল জনপ্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুননেছা মিকি’র মত আমরাও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। কিন্তু উপজেলা পরিষদের সরকারী অনুদান ও বরাদ্দে’র কোন বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আমাদের সাথে আলাপ না করে সভায় উপস্থিত স্বাক্ষর করে নিয়ে দায় সারেন। তিনি নিজের মত করে কাজ

সেচ্চাচারিতা করছেন। অথচ আমরা জনপ্রতিনিধি হলেও নিজ নিজ এলাকার মানুষের জন্য কোন উপকারে আসতে পারছিনা। সভা বর্জনকারী জনপ্রতিনিধিরা বলেন, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিবি’র বরাদ্দের ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে বিতরণের কাজও তিনি নিজেই করেন। কখনো আমাদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেন না। যে কারণে বাধ্য হয়ে আমরা সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি লিখিত ভাবে জেলা প্রসাশক ও বিভাগীয় কমিশনারকে জানাবেন বলে তারা জানান।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, একঘণ্টা ধরে সভা চলছিলো। বর্জনের বিষয়টি ঠিক না। তবে একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে। এবং শেষের দিকে দুই একজন করে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘটনাটি কাকতালীয় ভাবে ঘটেছে। সবার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছি।
উপস্থিত স্বাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেউ উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর না করে থাকলে তার তো স্বাক্ষর নিতে হবে। এ ঘটনায় জনপ্রতিনিধিদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুননেছা মিকি বলেন, অন্যান্য সদস্যরা নিয়ম বহির্ভূত বায়না করলে তো হবে না । যে কোন অনুদান বা সরকারী বরাদ্দ নিয়ে কাজ করতে গেলে আমার জবাবদিহিতা রয়েছে। যে কারণে আমার এখতিয়ার অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। এতে হট্টগোল করার কিছু নেই।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হকের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের নেতৃত্বে এনামুল হকের মরাদেহ কে

রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
গার্ড অব অনার প্রদান শেষে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানেই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক। উপস্থিত ছিলেন সাবেক ডেপুটি জেলা কমান্ডার আলতাফ হোসেন, সাবেক উপজেলা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সিরজুল ইসলাম, বেলাল হোসেনসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পরে জানাজা শেষে মেহেরপুর শহরের পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।